চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২৮.০৩.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জেএমসেন হলে বসন্ত উৎসব ও মিলন মেলায় ডা. শাহাদাত হোসেন
সব ধর্মের মানুষের জন্য নিরাপদ নগরী গড়তে কাজ করছি

চট্টগ্রামকে সব ধর্মের মানুষের জন্য একটি নিরাপদ, সম্প্রীতিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগরী হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনের গত ১৬ মাসে নগরীতে কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা হবে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) রাতে নগরীর আন্দরকিল্লাস্থ জেএমসেন হলে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের বসন্ত উৎসবে উদ্যোগে বসন্ত উৎসব ও মিলন মেলা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম ঐতিহাসিকভাবে সম্প্রীতির শহর। এখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানসহ সব ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বসবাস করছে। এই ঐতিহ্যকে ধারণ করে আমরা

চট্টগ্রামকে একটি আধুনিক, মানবিক ও নিরাপদ 'সেফ সিটি' হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছি। তিনি বলেন, মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সময় তিনি একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, চট্টগ্রামকে নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও শান্তিপূর্ণ নগরী হিসেবে গড়ে তুলবেন। গত ১৬ মাসে আমরা অন্তত একটি বিষয় নিশ্চিত করতে পেরেছি, নগরীতে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটেনি। সব ধর্মের মানুষ উৎসবমুখর পরিবেশে বসবাস করতে পারছেন। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম শুধু দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীই নয়, এটি বহুজাতিক ও বহু ধর্মের মানুষের সহাবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা আমাদের অঙ্গীকার। তিনি আরও বলেন, আমরা এমন একটি চট্টগ্রাম গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি নাগরিক তার সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে নিরাপদে বসবাস করতে পারে। এজন্য সবাইকে সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে। সনাতনী সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে শ্মশান উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন মেয়র। তিনি বলেন, নগরীর কয়েকটি শ্মশানঘাটে আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আরও নতুন শ্মশান নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়।আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেউ যদি কোনো ধরনের উসকানি বা সমস্যা সৃষ্টি করে, তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নেবে। নাগরিকদের যেকোনো অভিযোগ জানাতে সংশ্লিষ্ট থানায় যোগাযোগ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমার দরজাও সব সময় সবার জন্য খোলা। নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, এই শহর শুধু আমার নয়, আমাদের সবার। তাই শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের দায়িত্ব। যত্রতত্র ময়লা, প্লাস্টিক ও পলিথিন ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে।তিনি আসন্ন বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে নালা খাল পরিষ্কার রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। চট্টগ্রামের জেএমসেন হলে শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজার নবমী ও মিলনমেলায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নিবাস দাশ সাগর। প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম-৯ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি দিলীপ কুমার মজুমদার, অধ্যাপক নারায়ণ কান্তি চৌধুরী, শ্রীশ্রী জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে পার্থ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুগ্রীব মজুমদার দোলন।

শাহ্ চিকন খলিফা (রহঃ)-এর ওরশে ভক্তদের ঢল, সম্প্রীতির বার্তা মেয়রের
বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে পীর-আউলিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামে শাহ্ চিকন খলিফা (রহঃ)-এর বার্ষিক ওরশ শরীফ উপলক্ষে ভক্তদের ঢল নেমেছে। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও সম্প্রীতির আবহে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার দক্ষিণ ছনহরা এলাকায় প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক হযরত শাহ্ চিকন খলিফা (রহঃ)-এর বার্ষিক ওরশ শরীফ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার স্থানীয় মাদ্রাসা ময়দান প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এ ওরশ মাহফিল সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, "বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে পীর-আউলিয়াদের অবদান অপরিসীম। তাঁদের আত্মত্যাগ, মানবিকতা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমেই এ অঞ্চলে ইসলামের শান্তি, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছড়িয়ে পড়েছে।" তিনি বলেন, "শাহ্ চিকন খলিফা (রহঃ)-এর মতো অলী-আউলিয়ারা মানুষকে মানবতা, নৈতিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা

দিয়েছেন। তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করলেই সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।"মেয়র আরও বলেন, "চট্টগ্রাম এমন একটি নগরী যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ যুগ যুগ ধরে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে। এ ধরনের ওরশ ও ধর্মীয় আয়োজন সেই সম্প্রীতিকে আরও সুদৃঢ় করে।" তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, "ধর্ম আমাদের সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবকল্যাণের শিক্ষা দেয়। তাই সমাজে শান্তি বজায় রাখতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।"ওরশে তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে মোনাজাতে অংশ নেন এবং শাহ্ চিকন খলিফা (রহঃ)-এর মাজারে আগত ভক্তদের প্রতি শুভেচ্ছা জানান। ওরশ মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া বলেন, "ওরশ শরীফ কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি মানুষের মাঝে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করে।"অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত আলেম মুফতি আহম্মদ হোছাইন আলকাদেরী, দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রেজাউল করিম নেছার, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি গাজী মোহাম্মদ সিরাজ উল্লাহ এবং মহানগর বিএনপির সদস্য কামরুল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব।ওরশ শরীফ উপলক্ষে কোরআন খতম, মিলাদ মাহফিল, হামদ-নাত ও ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এতে হাজারো ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ও ভক্তবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সুশৃঙ্খল পরিবেশে ও সফলভাবে ওরশ সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

কাতালগঞ্জকে স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতামুক্ত করতে হিজড়া খাল সংস্কার করা হচ্ছে : পরিদর্শনকালে মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরীর দীর্ঘদিনের অভিশাপ জলাবদ্ধতা থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি পেতে যাচ্ছে কাতালগঞ্জসহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা।
আজ শনিবার (২৮ মার্চ) সকালে কাতালগঞ্জ এলাকায় 'হিজড়া খাল' সংস্কার ও খনন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিদর্শনকালে মেয়র খালের কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বর্ষা মৌসুমের আগেই দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশনা দেন। মেয়র বলেন, "গত বর্ষা মৌসুমে নগরীর অনেক এলাকায় জলাবদ্ধতা কমলেও কাতালগঞ্জ এলাকায় পানি জমেছিল। আমি নিজে সরেজমিনে নালা পরিষ্কার করে সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধান করেছি। তখনই বুঝেছি, সাময়িক সমাধান নয়—স্থায়ী সমাধানের জন্য খালের প্রশস্ততা ফিরিয়ে আনা জরুরি।"তিনি আরও জানান, সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেডের অধীনে ৩৬টি খাল খনন প্রকল্পের অংশ হিসেবে হিজড়া খালের সংস্কার কাজ চলছে। গোল পাহাড় ও মেহেদীবাগ থেকে শুরু হওয়া এই খালটি চকবাজার ও কাপাসগোলা হয়ে ফুলতলী-চাক্তাই খালে গিয়ে মিশেছে। একসময় ৩০ ফুট প্রশস্ত থাকলেও অবৈধ দখলের কারণে অনেক জায়গায় এটি ১২-১৫ ফুটে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। আরএস, পিএস ও বিএস ম্যাপ অনুযায়ী খালকে তার মূল প্রস্থে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বৃহত্তর জনস্বার্থে খালের জায়গায় গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা আংশিক অপসারণের ঘোষণা দিয়ে মেয়র বলেন সংস্কার কাজের জন্য সাময়িক ভোগান্তি হলেও আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে এই এলাকা চিরতরে জলাবদ্ধতামুক্ত হবে বলে আশা করছি। চট্টগ্রামকে একটি 'ক্লিন, গ্রিন, হেলদি ও সেফ সিটি' হিসেবে গড়ে তুলতে ১৬০০ কিলোমিটার ড্রেন উন্নয়ন, আধুনিক সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) তৈরির কাজ ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। ড্রেনেজ ব্যবস্থা আর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হলে জলাবদ্ধতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হবে বলে মন্তব্য করেন মেয়র। এ সময় মেয়রের সাথে কর্মকর্তা বৃন্দ এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় করেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮